ধ্রুব
আশুতোষ লাইব্রেরী
কলিকাতা

# ধ্রুব

ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক বঙ্গদেশের যাবতীয় স্কুলের জন্য
প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
প্রণীত
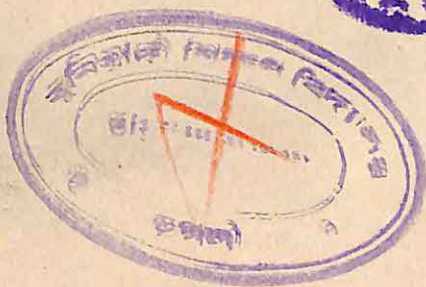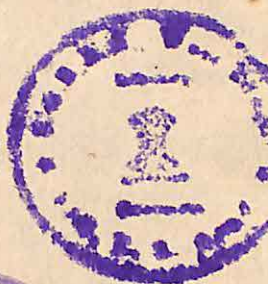
মূল্য দশ আনা

প্রকাশক
বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড সন্স, লিমিটেড্
স্বত্বাধিকারী—**আশুতোষ লাইব্রেরী**
৫, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৯০, হিউয়েট রোড, এলাহাবাদ
৭৮।৬, লায়েল ষ্ট্রীট, ঢাকা



সপ্তম সংস্করণ
১৩৫৭

মুদ্রাকর
শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
**শ্রীনারসিংহ প্রেস**
৫, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা

# ভূমিকা

—*—

মহাপ্রাণ বালক ধ্রুবের কাহিনী আমাদের সন্তানগণকে বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাহারা শৈশব হইতেই বুঝুক—ধর্ম্মপ্রাণ হইলে তাহার অনিষ্ট কেহই করিতে পারে না। একমনপ্রাণে ডাকিলে ভগবানের কৃপা লাভ করা যায়। বালকবালিকারা এই ধ্রুব-কাহিনী পড়িয়া ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হউক, ইহাই আমার কামনা।

ঢাকা
দোলপূর্ণিমা
১৩২৪

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ

দেবর্ষি নারদ ধ্রুবকে মন্ত্র দিলেন

—৩৫ পৃঃ

# ধ্রুব

—০—

## এক

সেকালে আমাদের এই ভারতবর্ষে উত্তানপাদ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সুশাসনে ও সদয় ব্যবহারে প্রজারা খুব সুখে ছিল। রাজ্যের সকলেই রাজার মঙ্গল কামনা করিত। রাজ্যের মধ্যে কোনও অভাব-অভিযোগ হইলেই রাজা উত্তানপাদ তাহার উচিত প্রতীকার করিতেন। এই ভাবে দিন যায়।

রাজ্যে কোন অশান্তি-উপদ্রব না থাকিলেও রাজপুরীতে একটা অশান্তির ছায়া দেখা দিল।

ব্যাপারটা এই—রাজা উত্তানপাদের সুনীতি নামে এক পরমাসুন্দরী এবং নানাগুণবতী রাণী ছিলেন। সুনীতির দিন বেশ সুখেই যাইতেছিল ; এমন সময়ে উত্তানপাদ সুরুচি নাম্নী আর এক কুমারীকে বিবাহ করেন। সুরুচি সুনীতির চাইতেও রূপবতী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তরটা বড় 'কু' ছিল।

সুরুচি রাণী হইয়াই রাজার উপর কর্তৃত্ব আরম্ভ করিয়া দিলেন। সুনীতি মনে করিতেন, 'আহা! ছোট বোনটি আমার, একটু কর্তৃত্ব করিতে চায়, করুক। নূতন রাণী হইয়াছে, তাহার কত রকম সাধই হয়।'

আর সুরুচির মন ছিল অন্য রকম। তাঁহার মনের ভাব কাজেই প্রকাশ পাইবে। রাজা উত্তানপাদও সুরুচির দুষ্ট-বুদ্ধি টের না পাইয়া, আস্তে আস্তে তাঁহার একান্ত বাধ্য হইয়া পড়িলেন। শেষটা এমন হইল যে, রাজা সুরুচিকে ভয় করিয়া চলিতে লাগিলেন।

## দুই

সুনীতির ছেলের নাম ধ্রুব, আর সুরুচির ছেলের নাম উত্তম। দুইটিই তখন অতি শিশু।

সুরুচি ধ্রুবকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। শিশু ধ্রুব কখনও অস্ফুটস্বরে মা বলিয়া ডাকিলে সুরুচি বিরক্ত হইতেন। আর সুনীতি উত্তমকে কখনও কাছে পাইলেই বুকে ধরিয়া চুমো খাইতেন। তবে কথা এই, সুরুচি উত্তমকে সুনীতি বা ধ্রুবের ছায়ায়ও আসিতে দিতেন না।

শেষে এই হইল—সুরুচির চক্রান্তে সুনীতির বাসা ভাঙ্গিল। রাজা উত্তানপাদ সুরুচির পরামর্শে রাজলক্ষ্মী সুনীতিকে বনবাসে পাঠাইলেন। প্রজাগণ হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। রাজরাণী ভিখারিণী হইয়া গভীর বনে এক কুঁড়েঘরে আশ্রয় লইলেন। রাজকুমার শিশু ধ্রুব কাঙ্গালের ছেলের মত হইল। সুরুচি ভাবিলেন, উত্তমের সিংহাসন এখন নিষ্কণ্টক।

সুরুচি উত্তমকে সকল সময় রাজকুমার সাজাইয়া কেবল বড়মানুষী শিখাইতেন। ফলে সে একটু অহঙ্কারী হইয়া পড়িল। আর বন-বাসিনী সুনীতি তাঁহার ধ্রুবকে সৎকথা শিখাইতে লাগিলেন। ধর্ম্মের কথা, দেবতাদের কথা, বিনয়, শিষ্টাচার, দয়া প্রভৃতির লক্ষণ এই সকল বিষয় সুনীতি ধ্রুবকে শিখাইতেন।

## তিন

বালক ধ্রুব পাড়ার ঋষি-ছেলেদের সঙ্গে সময় সময় রাজবাড়ীতে যাইত। যখন সে জানিল, এই রাজ্যের যিনি রাজা, যাঁহাকে সে ঐ বড় বাড়ীটার মধ্যে দরবারের ভিতর উচ্চ আসনে বসিয়া থাকিতে দেখে, সেই ব্যক্তিই তাহার পিতা, তখন বালক কেমন হইয়া গেল! সে ভাবিল—'বাঃ! সবাই বাপের কাছে থাকে, বাপের কোলে উঠে,

বাপের আদর পায়, আর আমি কেন কিছুই পাই না!' বালকের মনে খেদ হইল। পরদিন ঋষি-বালকদের সঙ্গে রাজবাড়ীতে যাইয়া ধ্রুব দেখিল, তাহার পিতা উত্তমকে কোলে লইয়া সিংহাসনে বসিয়া আছেন।

"বাবা, বাবা, আমাকে একটিবার কোলে নাও না,"—এই বলিয়া বালক ধ্রুব তাহার দুইটি হাত বাড়াইয়া রাজার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। রাজা ধ্রুবের মিষ্ট কথা শুনিয়াই তাহাকে চিনিলেন এবং আদরের সহিত তাহাকে কোলে তুলিতে হাত বাড়াইবেন, এমন সময় সুরুচির দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। রাজা দেখেন, সুরুচি তাঁহার দিকে চাহিয়া চক্ষু ঘুরাইতেছেন। রাজা থামিয়া গেলেন।

বালক ধ্রুব তাহার কিছু না বুঝিয়া, আবার কহিল—"বাবা, আমায় একটিবার কোলে নাও। আমিও ত বাবা, তোমার ছেলে।"

রাজার মনটাও কেমন করিয়া উঠিল। বহুদিন পরে ছেলে সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাতরবচনে কহিতেছে,

"বাবা, কোলে নাও," বাবা কি আর থাকিতে পারেন ? তিনি পুনরায় সুরুচির দিকে চাহিলেন। সুরুচি বাঘিনীর দৃষ্টিতে উত্তানপাদকে এক ভ্রূভঙ্গি করিলেন। রাজা পুনরায় স্থির হইয়া মাথা নোয়াইয়া বসিয়া রহিলেন।

কাঁদ-কাঁদ স্বরে, অভিমানের সুরে ধ্রুব আবার কহিল—"বাবা, আমায় একটিবারও কোলে নেবে না ?"

সুরুচি ততক্ষণে ধ্রুবের সম্মুখে আসিয়া এক ধমক দিয়া বলিলেন—"ছেলেটা কি বেয়াড়া গো! রাজার কোলে যে আমার উত্তম ব'সে আছে, তা' কি তুই দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌ না ? রাজার কোলে উঠা কি যার তার সাজে রে ধ্রুব! রাজার ছেলে হ'লেই রাজার কোলে, রাজার সিংহাসনে বসা যায় না। তুই যদি আমার ছেলে হ'তিস্‌, তা' হ'লে ঐখানে বস্‌তে পার্‌তি। সুনীতির ছেলের আবার সিংহাসনে উঠ্‌বার সখ কেন রে! যেমন মার ছেলে, তেমন আসনে বস্‌ গে,—যা! যেমন পুণ্যি

নিয়ে এসেছিস্, তেমন আসন তোর যোগ্য! যা যা, এখান থেকে বের হ'! বলে, 'কাঙ্গালের ছেলের ঘোড়া-রোগ!' ফের যদি কোন দিন রাজার কোলে উঠ্‌তে আসিস্—ভাল হবে না বল্‌ছি। আর তোর মা-ই বা কেমন! সে ডাইনী চায়, ছেলেটাকে একটু একটু ক'রে রাজার নিকট ঘেঁসাতে। ও হচ্ছে না ধ্রুব—যা, বের হ'! এ সিংহাসন আমার উত্তমের।"

রাজা মাথা নোয়াইয়াই বসিয়া রহিলেন। বালক ধ্রুব বিমাতার এই তীব্র গালিতে পাথরের মত নিশ্চল দাঁড়াইয়া রহিল! মাকে যে-সব কথা বিমাতা বলিয়াছেন—সেগুলি ধ্রুবের অসহ্য হইল! তাহার বুক যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল; চক্ষু ফাটিয়া যেন জল বাহির হইতেছিল। ধ্রুব ধীরে ধীরে বাহির হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের নিকট গিয়া মা'র বুকে মুখ রাখিল।

বালক ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে, শত চেষ্টা করিয়াও সুনীতি উত্তর পাইতেছেন না। ধ্রুব

চেষ্টা করিয়াও কথা বলিতে পারিতেছে না। তাহার দম যেন বন্ধ হইয়া যাইতেছিল; তাহার বুক যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। ধ্রুব অধীর হইয়া পড়িল।

মা সহজে সান্ত্বনা দিতে পারিলেন না। বালককে কোলে লইয়া কুটীরের বাহিরে হরিণ-শিশু দেখাইতে গেলেন; কিন্তু কিছুতেই বালক শান্ত হইল না, তাহার রোদন থামিল না।

## চার

সুনীতি ধ্রুবের নিকট সকল কথাই শুনিলেন। একান্ত কষ্ট হইলেও তিনি তাহা মুখে প্রকাশ করিলেন না। পুত্রের মলিন মুখ ও চোখের জল দেখিয়াও সুনীতি দেবী আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন—"বাবা ধ্রুব! বিমাতা তোমায় ঠিক কথাই ব'লেছেন। তাঁর পুত্র হ'লে তুমি আজ

সিংহাসনে উত্তমের সঙ্গে বস্‌তে পার্‌তে। বাবা, পূর্ব্বজন্মে যে যেমন কাজ করে, পরজন্মে সে তেমন ফল পায়। সুরুচি, উত্তম—এরা পূর্ব্বজন্মে ভাল কাজ ক'রেছে, সেজন্য আজ তা'রা ভাল ফল পেয়েছে। আর আমি পূর্ব্বজন্মে ভাল কাজ কর্‌তে পারি নি, তাই রাজরাণী হ'য়েও আজ ভিখারিণী। তুমিও পূর্ব্বজন্মে ভাল কাজ কর্‌তে পার নি,—তাই রাজপুত্র হ'য়েও তুমি রাজসিংহাসনে বস্‌তে পার্‌লে না। তাই অনর্থক দুঃখ ক'রে কি ফল বাবা ?"

একটু পরে সুনীতি দেবী আবার কহিলেন—"বাছা আমার, মনের দুঃখ ভুলে যাও। পূর্ব্ব-জন্মের ফল ভোগ ক'রেছ। এখন এই জন্মে এমন কাজ কর, যাতে আবার জন্ম নিয়ে তুমি সুখী হ'তে পার।"

—"কি কর্‌লে মা, পরজন্মে সুখী হওয়া যাবে ? কি কর্‌লে মা, আমার পিতার রাজ্যের চেয়ে বড় রাজ্যের রাজা হওয়া যাবে ? কি কর্‌লে মা, উত্তমের চেয়ে উত্তম সিংহাসনে বসা যাবে ? মা,

আমি আজ বুঝেছি, এর চেয়ে বড় না হ'লে সুখ নেই।"

—"হাঁ বাবা, এর চেয়ে বড় হওয়ার আশা ত ভালই। আশীর্ব্বাদ করি, পরজন্মে তুমি বড় হবে। তুমি সু-কাজ কর্‌লে সুফল পাবেই।"

—"মা, সু-কাজ কি? কি কর্‌লে বড় হওয়া যায়?"

—"বাবা, দয়াময় হরিকে ডাক। এটাই জীবনের প্রধান সু-কাজ। হরি তোমায় বড় রাজ্যের রাজা কর্‌বেন।"

—"হরি কে মা, তাঁর বাড়ী কোথায়? তাঁর নিকট গেলে আবার যদি এমনধারা অপমান পাই?"

—"না বাবা, হরিকে ডাক্‌লে—"

—"মা, তিনি কেমন লোক, তা যদি জান, তবে আমায় নিয়ে চল না, একদিন হরির বাড়ী যাই। সে কত দূর—কোন্ দিকে?"

—"বাবা, তিনি কোনও লোক নহেন। তিনি এই জগৎ সৃষ্টি ক'রেছেন। তোমাকে, আমাকে,

রাজাকে, সকল প্রাণী, গাছ, পাথর, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, বায়ু, জল—অর্থাৎ যত কিছু পদার্থ, সবই হরি সৃষ্টি ক'রেছেন।"

—"মা, তিনি কোথায় ব'সে এত সব বড় বড় জিনিষ তৈয়ের কর্‌লেন ?"

—"তিনি সবখানেই আছেন। তোমাতে, আমাতে, বায়ুতে, চন্দ্রে, সূর্য্যে, সব জায়গায়ই হরি আছেন। হরিশূন্য স্থান নেই।"

—"তবে মা, তাঁকে দেখি না কেন ? এমন কি হয় মা ! যে সবখানেই থাকে, অথচ দেখা যায় না ?"

—"হাঁ বাবা, হয় বৈ কি ? এই হরিই সবখানে আছেন, অথচ তাঁকে দেখা যায় না।"

—"তবে তাঁর কাছে কি ক'রে সব জানাব মা ?"

—"বাবা, মনের ভাবেই তিনি জান্‌তে পারেন। যদি কেউ প্রাণের টানে, ভক্তি ক'রে তাঁকে ডাকে, তা' হ'লে তিনি দেখা দেন।"

—"দেখা দেন ?—"

—"হাঁ বাবা, দেখা দেন বই কি ?"

—"আচ্ছা মা, তবে আমি হরিকে দেখ্‌ব। হরিকে ডাক্‌লে যদি দেখা পাওয়া যায়, তা' হ'লে আর কথা কি ? আচ্ছা মা, হরি কি আমাকে রাজ্য, সিংহাসন দিতে পার্‌বেন ? তিনি কি তোমার দুঃখ দূর কর্‌তে পার্‌বেন ?"

—"হাঁ বাবা, তিনি সব পারেন।"

—"আচ্ছা, তবে দেখ্‌ব—হরি কেমন, কোথায় থাকেন। তাঁর সাথে দেখা কর্‌বই কর্‌ব। মা, কেউ কি হরির দেখা পেয়েছে ব'লে জান ?"

—"হাঁ বাবা, মুনি-ঋষিগণ যুগ যুগ ধ'রে বনে হরিকে ডাকেন। তাঁরা হরির দেখা পান।"

—"বেশ মা, আমি হরিকে দেখ্‌বই দেখ্‌ব। তিনি বুঝি লোকালয়ে আসেন না, বনেই বেশী থাকেন ?"

## পাঁচ

"দয়াময় হরি, দয়াময় হরি, একটিবার দেখা দেও। মা ব'লেছেন, মুনি-ঋষিরা গভীর বনে ব'সে তোমায় ডাকেন, আমিও ত গভীর বনে এসেছি। আমিও ত তোমায় ডাক্‌ছি। একবার দেখা দেও হরি! এসো দয়াময় দীনবন্ধো!"

গভীর রাত্রিতে বালক ধ্রুব নিদ্রিতা জননীর বুক ছাড়িয়া "হরি হরি" করিতে করিতে চলিয়াছে। বিমাতার কটুকথা, মায়ের উপদেশ তাহাকে অধীর করিয়া তুলিয়াছে। "রাজ্য চাই, সিংহাসন চাই, মায়ের দুঃখ দূর করা চাই"—এই ছিল ধ্রুবের কামনা। আর এখন তাহার কামনা—"হরিকে চাই।"

"হরি হরি, দেখা দেও—দেখা দেও"—কিন্তু বালক ত হরিকে পাইল না! এক একটা প্রকাণ্ড সিংহ, ব্যাঘ্র তাহার সাম্‌নে পড়িলে, সে অমনি বলিয়া উঠে,—"তুমিই কি হরি?" বালক ধ্রুব তাহাকে ধরিতে যায়। সিংহ-ব্যাঘ্র প্রভৃতি মনে করে—'বাবা, এ আবার কে, হয়ত কোন নূতন

রকম কিছু হইবে, নইলে আমাদের কাছে আসিতে চায় কেন ?' এই ভাবিয়া বনের হিংস্র পশুও সরিয়া যায়। ধ্রুব কাঁদিয়া বলে—"মা ব'লেছেন, 'হরি বনে থাকেন'—তবে এরা সাড়া দেয় না কেন ?"

বালক ধ্রুব দুই হাত তুলিয়া "হরি হরি" ডাকিতে ডাকিতে চলিয়াছে। সহসা এক মধুর বীণা-ধ্বনি তাহার কানে প্রবেশ করিল। মধুর ঊষাকালে যখন বনের অগণিত পাখী মধুর-স্বরে গান করিয়া উঠিল, তরুলতার ফুলগুলির মধুর গন্ধে চারিদিক ভরিয়া উঠিল, তখন মধুরতর বীণা বাজাইয়া গান করিতে করিতে কে চলিয়াছেন ? সেই গান শুনিয়া পাখী নীরব হইল—তাহাদের বুঝি গোল করিতে ইচ্ছা হইল না।

বালক ধ্রুব শুনিল—কে গাহিতেছেন—

"গিরি-গোবৰ্দ্ধন-গোকুল-চারী,
যমুনা-তীর-নিকুঞ্জবিহারী,
শ্যাম সুঠাম কিশোর, ত্রিভঙ্গিম
চিত্ত-বিনোদনকারী।

পীতাম্বর, বনপুষ্প বিভূষণ.
চন্দনচর্চ্চিত মুরলীধারী।
যিসি রবসে মোহিত বৃন্দাবন,
উছলত যমুনা-বারি।
নূপুর-শিঞ্জিত, নৃত্য-বিমোহন,
কপট চপল চতুরালী,
প্রেম-নিমীলিত নয়ন-বিলোল
কদম্ব-তলে বনমালী!
নন্দ কি নন্দন, মায়ি কি যশোদা,
নিখিল ভকত-জন-শরণ,
দুর্জ্জন-পীড়ন সজ্জন-পালন
সুর-নর-বন্দিত চরণ।
জয় নারায়ণ, শ্রীশ, জনার্দ্দন,
জয় পরমেশ্বর, ভবভয়হারী,
জয় কেশব, মধুসূদন, জয়
গোবিন্দ মুকুন্দ মুরারী।" *

মধুর গান গাহিতে গাহিতে এক বৃদ্ধ আসিয়া ধ্রুবের নিকট দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধের চেহারাখানিতে একদিকে যেমন তেজ, অপর দিকে তেমনি করুণা-

* স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

মাথায়। তাঁহার হাতে বীণা—পৃষ্ঠে লম্বিত জটাজাল। ধ্রুব মনে করিল, এতক্ষণ পরে হরি আসিয়াছেন। সুতরাং সে নিশ্চিন্তে কহিল—"হরি, তুমি এসেছ? তুমি দয়া ক'রেছ হরি?"

—"না বৎস, আমি হরি নই, তোমার মুখে হরি হরি ধ্বনি শুনে আমি এসেছি। তুমি হরিকে চাও কেন? তোমার সঙ্গে আর কে আছে? তুমি কে?"

—"আমি ধ্রুব। আমি হরিকে চাই। তুমি কি তাঁকে দেখেছ ঠাকুর? তিনি কোথায় থাকেন?"

—"তুমি ধ্রুব।—হরিও ধ্রুব। ধ্রুব, তুমি হরিকে চাও?—তাঁকে ডাক। কিন্তু বাপধন, যদি হরিকে পাও—আমাকেও দেখাইও।"

—"ঠাকুর, তুমিও কি হরিকে চাও?"

—"হাঁ বাবা, আমিও তাঁকে ডাকি। তাঁকে খুঁজি।"

—"তবে তুমিও তাঁকে দেখ নাই?"

—"তাঁকে দেখেছি। তবে সব সময় দেখি না। তাই সকল সময় তাঁকে পাবার জন্য ডাকি।"

—"তাঁকে দেখেছ? বল ত তিনি কোথায় থাকেন?—আর দেখ্‌তে কেমন?"

—"হরি সবখানেই আছেন; ডাক্‌লেই আসেন। তিনি 'শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ নীলমণিময়কান্তি, পদ্মপলাশলোচন'—বড় সুন্দর রে বালক—বড় সুন্দর!"

—"বেশ ঠাকুর, তুমি আমায় অনেকখানি পরিচয় দিয়েছ। আমি তবে এখন তাঁকে ডাক্‌তে ডাক্‌তে যাই। দেখি, কোথায় তিনি আছেন।"

—"বৎস, তুমি দীক্ষা গ্রহণ কর। দীক্ষা ছাড়া কেউ ইষ্টলাভ কর্‌তে পারে না। দীক্ষিত হ'য়ে ডাক—নিশ্চয়ই তুমি হরিকে পাবে। এই শিশুর ডাকে হরি স্থির থাক্‌তে পার্‌বেন না। ধীরে ধীরে এই অরণ্যপথে যাও বৎস! যমুনাতীরে মধুবনে যাও। সেখানে ব'সে হরিকে ডাক,—তিনি তোমায় দেখা দেবেন।"
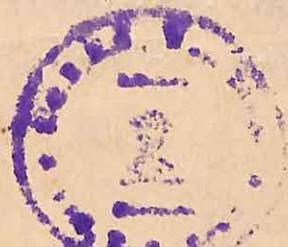
তারপর নারদ ধ্রুবকে হরিনামে দীক্ষা দিলেন। ধ্রুব মধুরকণ্ঠে গাহিল—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে,
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো,
নিরাশ্রয়ং মাম্ জগদীশ রক্ষ।"

## ছয়

ভোরবেলা সুনীতি দেবী জাগিয়া দেখিলেন, তাঁহার অঞ্চলের নিধি ধ্রুব নাই। ভাবিলেন—হয়ত বাহিরে গিয়াছে। সুনীতি দেবী তাড়াতাড়ি কুটীরের বাহিরে আসিয়া ডাকিলেন—"ধ্রুব!"

কোনও উত্তর আসিল না। ঋষি-বালকেরাও কিছু বলিতে পারিল না। ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। সুনীতি পাগলিনীর মত দূরে—সেই রাজবাটীতে মহারাজের নিকট ছুটিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ধ্রুব এসেছে—মহারাজ ?"

কেহই ধ্রুবের সন্ধান দিতে পারিল না। চারিদিকে লোকজন ছুটিতে লাগিল। রাজা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আর স্থনীতি দেবী ঠাকুরদেবতার নিকট কহিতে লাগিলেন—"হে দেবতা, আমার ধ্রুবকে রক্ষা কর।" রাজরাণী স্থনীতি একবার ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করেন, আর একবার ধূলায় পড়িয়া রোদন করেন।

ক্রমে বেলা হইল। পাগলিনী স্থনীতি এক একবার জলে পড়েন,—একবার কুটীরে যান, এক-বার ধূলায় গড়াগড়ি দেন। এমন সময় বীণাধ্বনি করিতে করিতে দেবর্ষি নারদ সেইখানে অসিয়া কহিলেন—"ভাগ্যবতী মা আমার, কেন পুত্রের জন্য পাগল হ'য়েছ? তোমার ধ্রুব হরি-অন্বেষণে বনে গিয়েছে। আমি তাকে দীক্ষিত ক'রে এসেছি। নিশ্চিন্ত মনে ঘরে যাও মা,—ধ্রুব ভালই আছে।"

রাণী স্থনীতি দেবী দেবর্ষিকে প্রণাম করিয়া কহিলেন—"দেব, গভীর বনে শিশু ধ্রুব আমার

কি ক'রে থাক্‌বে ? সেখানে কত ভয় আছে ! তাকে কে দেখ্‌বে ঠাকুর ?"

—"মা, হরিভক্তের অনিষ্ট কেউ কর্‌তে পারে না। তবে হয়ত সময় সময় পরীক্ষা হ'তে পারে। সেজন্য ভয় কি মা ! হরি-নামে যে জীবন ঢেলে দেয়,—হরি তাকে রক্ষা করেন। তুমি নিশ্চিন্ত হও। হরিভক্তকে হরিই রক্ষা করেন।"

—"ঠাকুর, মায়ের মন যে নিশ্চিন্ত হ'তে পারে না।"

—"মা, তুমি যদি নিশ্চিন্ত হ'য়ে পুত্রের মঙ্গল চিন্তা কর, তা' হ'লে পুত্রের মঙ্গল নিশ্চয়ই হবে। আর যদি মনে অমঙ্গলের আশঙ্কা কর, তা' হ'লে অমঙ্গল ঘটা বিচিত্র নয়। মা, সন্তান-রক্ষার তিনটি উপায় আছে; ভেদদৃষ্টি, ধ্যান আর শরীর দ্বারা সন্তান রক্ষা করা হয়। মাছ তার শিশুর সঙ্গে থেকে তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। তাতেই সন্তান জীবিত ও বর্দ্ধিত হয়। কূর্ম্ম নদীর চরে গর্ত্তে ডিম্ব প্রসব ক'রে চ'লে যায়।

যেখানে থাকুক, সে সর্ব্বদা ধ্যান ক'রে ডিম্বের মঙ্গল চিন্তা করে। তাতেই তার ডিম্ব জীবিত থাকে, এবং তা' থেকে ছানা হয়। পক্ষী শরীরের উত্তাপ দিয়ে ডিম্ব রক্ষা করে। এই তিন উপায়েই যখন মাতা সন্তানের জন্য অভেদ্য কবচ তৈয়ের করতে পারেন, তখন আর ভাবনা কি মা? তুমি দৃঢ়চিত্তে সব সময় ধ্রুবের কল্যাণ কামনা কর,—তারও কামনা পূর্ণ হউক।"

সুনীতি দেবী কহিলেন—"তাই হউক প্রভো। আপনার আদেশ আমি পালন করব।"

এদিকে রাজা উত্তানপাদ ধ্রুবের জন্য অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। শুনিয়া সুনীতি দেবী কহিলেন—"মহারাজ, ধ্রুব যে কাজে গিয়েছে, তাই সে সার্থক ক'রে আসুক। তার জন্য লোক পাঠাবার দরকার নেই।"

রাণী সুনীতি চক্ষু মুছিয়া আপন কুটীরে চলিয়া গেলেন।

## সাত

এখন যেমন দেশে রেলপথে, বড় বড় সড়কে যাতায়াতের স্থবিধা আছে, সেকালে তেমন ছিল না। দেশে গভীর জঙ্গল ছিল, হিংস্র জন্তুর ভয় ছিল; দস্যু-তস্করের সংখ্যা করা যাইত না।

বালক ধ্রুব সেই সময়কার দিনে একাকী গভীর বনপথে "হরে মুরারে" ডাকিতে ডাকিতে—কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়াছে। কোথায় যায়, সে জানে না; কোথায় হরি থাকেন, তাহাও সে জানে না। বালক অন্য চিন্তা করে না, 'হরি' তাহার ধ্যান—ধারণা—সব। বালক একমনে হরিকে ডাকিয়া চলিয়াছে মাত্র।

এই বনপথে চলিতে চলিতে, 'হরি' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে, ধ্রুব যেন কাহার অস্ফুট নূপুর-ধ্বনি শুনিতে পায়। কে যেন তাহার আগে আগে নূপুরপায়ে নাচিয়া নাচিয়া যায়; কাহার মধুর বাঁশী যেন অনেক দূর হইতে অস্ফুট স্বরে "আয়— আয়—

আয় রে—আয়” বলিয়া ডাকে! ধ্রুব ত কাহাকেও দেখে না, সে ত অনেক দূর পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিতেছে, কিন্তু কাহারও পদচিহ্নও সেই বনপথে নাই। একটা শুক্‌না পাতাও মর্‌-মর্‌ করে না। তবে সে কি শোনে! ঐ—ঐ “আয়—আয়—আয় রে—আয়!”

বালক ত এত জানে না যে, বৈকুণ্ঠপতি শ্রীহরির আসন টলিয়াছে! বালকের একমন-প্রাণের কাতর ডাক, বালকের অশ্রু, বৈকুণ্ঠ হইতে তাঁহাকে টানিয়া আনিয়াছে। ভক্তবৎসল হরি ধ্রুবের আগে আগে মুরলী বাজাইয়া ভক্তের পথ পরিষ্কার করিয়া চলিয়াছেন।

ধ্রুব যাইতে যাইতে যমুনার তীরে মধুবনে গিয়া উপনীত হইল। বালক দেখিল, সম্মুখে বিশাল নদী। সে ভাবিল—কি করিয়া নদী পার হইব? আর এ নদী পার হওয়ার প্রয়োজনই বা কি? এখানে বসিয়াই হরিকে ডাকিব, তিনি এখানেই আসিবেন। গুরুদেব বলিয়াছেন—‘যমুনা নদীর তীরে গিয়া বস,—হরি সেখানেই তোমাকে দেখা

দিবেন।' এই ত বুঝি যমুনা। দেবর্ষি বলিয়াছেন —'যমুনার জল কালো।' হাঁ, এই নদীর জল ত কালো। এই যমুনা—আমি এখানে বসিয়াই দয়াময় হরিকে ডাকিব। হরি এখানেই আসিবেন।

যেখানে মানবমাত্রের যাতায়াত নাই— মানুষের মুখ দেখারও কোন আশা নাই, সেই গভীর মধুবনে বসিয়া বালক ধ্রুব গাহিতে লাগিল—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে,
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো,
নিরাশ্রয়ং মাম্ জগদীশ রক্ষ।"

মধুবন বড় সুন্দর স্থান। একদিকে কালিন্দী যমুনা, অপরদিকে বিশাল বন। সেই বনে অগণিত পাখী ঊষাগমনে কলধ্বনি আরম্ভ করে,—সন্ধ্যায় তাহার শেষ হয়। গাছে গাছে, লতায় লতায়, কত বিচিত্র সুগন্ধি ফুল ফুটিয়া থাকে। ধ্রুব যেন শুনিতে পায়—পাখীরা প্রভাত হইবামাত্র 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিয়া উঠে। সে যেন

শুনিতে পায়, যমুনা কল্‌-কল্‌ করিয়া 'বল হরি বল' বলিয়া নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। ধ্রুব যেদিকে চায়, সেদিকেই যেন তাহার হরি! যমুনার কালো জলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে সূর্য্যকিরণ ঝক্‌-ঝক্‌ করিয়া খেলা করে,—ধ্রুব তাহার মধ্যে যেন তাহার হরিকে দেখিতে পায়।

পাখীর সৌন্দর্য্যে, বন্য পশুর বিচিত্র বর্ণে ধ্রুব হরিকেই দেখে! ফুলে, ফলে, গাছে, লতায় সে হরি ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পায় না। হরি-নাম ছাড়া আর কিছুই সে কানে শুনে না। ধ্রুব অন্তরে বাহিরে হরিময় হইয়া গিয়াছে।

শিশু ধ্রুবের এই কঠোর তপস্যায় স্বর্গে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। ধ্রুবের মত ক্ষুদ্র বালক যে রকম করিয়া একমনে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহার পক্ষে ভগবানকে পাওয়া বড় সহজ হইবে। সে না পাইতে পারিবে—এমন কোনও বস্তুই জগতে নাই। ভাবিয়া দেবতারা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন,—উপায় কি?

## আট

ইন্দ্র স্বর্গের রাজা কিনা—তাঁহার ভয় হইল বেশী। তিনি ভাবিলেন—কি জানি বাবা, ধ্রুব যদি ইন্দ্রত্ব পাইয়া বসে, তাহা হইলে ত আমি বেচারির উপায় থাকিবে না। অগত্যা কয়েকটি মন্ত্রী লইয়া তিনি পরামর্শ করিলেন। স্থির হইল—এই এতটুকু ছেলেটার তপস্যা ভাঙ্গিতে কোনও মুস্কিলই নাই। আচ্ছা, কালই তাহা করা হইবে।

বালকেরা যে সব জানোয়ারকে ডরায়, সেই সেই জানোয়ারের রূপ ধরিয়া, দেবতারা ধ্রুবকে বিভীষিকা দেখাইতে লাগিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন না যে, কি ভাবে এইটুকু বালক মা-বাপ, খেলার সাথী ছাড়িয়া, আহার-নিদ্রা ভুলিয়া নিবিড় অরণ্যে একলাটি বসিয়া আছে! কত বাঘ-ভালুক, সিংহ-সর্প তাহার চারিদিক ঘেরিয়া বেড়ায়—কেহ তাহাকে কিছু করে না; আজ ইন্দ্রের নকল সিংহ-ব্যাঘ্র তাহার কি করিবে? ইহারা তপস্যা ভঙ্গ

করিবার জন্য মাত্র ভয় দেখাইতে পারে, কিন্তু ধরিয়া খাইতে বা কামড় দিতে পারে না। কারণ এগুলি নকল জানোয়ার মাত্র।

আর ধ্রুবও বড় একলাটি ছিল না, তাহার পিছনে শ্রীহরির সুদর্শন চক্র ঘুরিতেছিল। অপর দিকে তাহার জননী পুণ্যবতী সুনীতি দেবীর মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষা তাহাকে রক্ষা করিতেছিল। সুতরাং ধ্রুবের কোন অনিষ্ট করে এমন শক্তি কাহারও ছিল না। কিন্তু ইন্দ্র সহজে ফিরিলেন না—যতদূর শক্তিতে কুলায়, তেমনই মায়া দেখাইতে লাগিলেন।

প্রথম এক দেবতা আসিলেন—ধ্রুবের মাতা সুনীতির রূপে; আসিয়াই বলিলেন—"বাছা রে আমার, ধ্রুব আমার! আমাকে ছেড়ে এসেছিস্! তোর জন্যে পাগলিনী হ'য়ে এসেছি। আয় বাছা, কোলে আয়।" কোলে আয় বলিতেছেন, কিন্তু কৈ, মা ত আসিয়া জড়াইয়া ধরিয়া কোলে লইলেন না! ধ্রুব বুঝিল—গুরুদেব বলিয়াছিলেন,

দেব-মায়া ছলনা করিতে আসিবে, এ তবে সেই মায়া !—স্থনীতির ছায়া চলিয়া গেল।

সহসা গম্ভীর গর্জ্জন করিয়া রাক্ষসগণ ধ্রুবকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। 'খা—খা—মার্—মার্' ইত্যাদি ধ্বনি করিয়া রাক্ষসেরা ধ্রুবকে ভয় দেখাইতে চাহিল ; কিন্তু জননী-মূর্ত্তির পলায়নেই ধ্রুব সকল ব্যাপার বুঝিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল—রাক্ষসের চীৎকারে বা ভয় দেখানতে, সে চাহিলই না। অগত্যা রাক্ষসেরাও বিমুখ হইল।

তারপর সিংহ, ব্যাঘ্র, শৃগাল, সর্প প্রভৃতি কত রকম ভয়ের কারণই আসিল, ধ্রুব গ্রাহ্যও করিল না। সে দুই চক্ষু মুদিয়া একমনে গাহিতেছিল—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে,
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো,
নিরাশ্রয়ং মাম্ জগদীশ রক্ষ।"

## নয়

দেবতারা যখন একান্তই বিমুখ হইয়া গেলেন, তখন ইন্দ্র আবার এক পরামর্শ-সভা করিলেন। ধ্রুবের তপস্যায় সমগ্র জগৎ ভয় পাইয়াছে। না জানি ধ্রুব কি কাজ করিয়া বসে!

ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের, যম, সূর্য্য, শনি প্রভৃতি দেবতারা সভা আলো করিয়া বসিলেন।

ইন্দ্রের পুত্র জয়ন্ত কহিলেন—"কেন, একটা তরোয়াল দিয়ে এক কোপে ধ্রুবের মাথাটা কেটে ফেল্‌লে হয় না?"

ব্রহ্মা হাসিয়া কহিলেন—"বৎস, সেটা অত সোজা ব্যাপার নয়। ওকে স্পর্শ করবার অধিকার কারও এখন নেই। এমন কি, স্বয়ং শ্রীহরিও এখন ঐ ধ্যানমগ্ন বালককে শত্রুভাবে স্পর্শ কর্‌তে সমর্থ নহেন। মহাসতী সুনীতি দেবীর

ধ্যান-কামনা, বিষ্ণুর সুদর্শন একান্ত ধ্যানপরায়ণ ঐ বালকের দেহ রক্ষা কর্‌ছে। ইন্দ্রের বজ্র, বিষ্ণুর চক্র, শিবের ত্রিশূল—কিছুই তাকে স্পর্শ কর্‌তেও পার্‌বে না।”

তখন কার্ত্তিক কহিলেন—“ব্যস, দূর থেকে একটা বাণ মার্‌লেই কাজ শেষ করা যায়।”

—“অসম্ভব! বাণ ত অতি তুচ্ছ। আজ যে কোন অস্ত্র ঐ বালকের শরীর স্পর্শ কর্‌বে না। যদি করে—তক্ষুণি অস্ত্র চূর্ণ হ’য়ে যাবে। ধ্রুব যতক্ষণ তপস্যায় মগ্ন আছে, ততক্ষণ সে ত্রিলোকেরও অপরাজেয়।”

তবে কি করা উচিত?

আর উচিত,—ইন্দ্র ত একেবারে অধীর হইয়া উঠিলেন। অন্য দেবতার ত কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; সকলের চেয়ে বড় বিপদই ইন্দ্রের। সুতরাং তিনি ভয়ে ভয়ে ব্রহ্মাকে কহিলেন—“দেব, তবে উপায়?”

—“চলুন, আমরা ভগবান শ্রীহরির কাছে
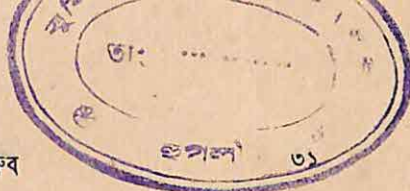
যাই। যা করতে হয়, তিনিই করবেন। অন্যের কোনও শক্তি নেই।”

দেবগণ তখন রথে চড়িয়া শূন্যপথে বৈকুণ্ঠপুরীর দিকে যাত্রা করিলেন।

## দশ

অনন্ত-শয়নে বিশ্বরাট ভগবান্ শ্রীহরি নিদ্রিত। পদতলে অনন্ত, জগতের অনন্ত ঐশ্বর্য্যদায়িনী ভগবতী লক্ষ্মী ও জ্ঞানদায়িনী ভগবতী বাণী দেবী পদসেবায় নিরতা। সে দেশের সৌন্দর্য্য অপূর্ব্ব! তাহা দেবতারও ধারণার অতীত। সেই বিরাট পুরুষ যেন নিদ্রিত হইয়া আপনার চিন্তা, আপনার শক্তি সমগ্র বিশ্বের জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন।

দ্বারদেশে বিষ্ণুদূত দণ্ডায়মান। এমন সময় ব্রহ্মাদি দেবগণ আসিয়া পুরীর দ্বারে উপনীত হইলেন। বিষ্ণুদূত জানাইলেন—“জগৎপতি এখন নিদ্রিত। আপনারা অপেক্ষা করুন।”

তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ সেই দ্বারদেশে বসিয়াই করযোড়ে ভক্তিভাবে গাহিতে লাগিলেন—

"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥"

দেবগণের স্তবে শ্রীধাম মুখরিত হইল। ভগবান

শ্রীহরি সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণকে পুরী প্রবেশের অনুমতি দিলেন।

সেখানে ধ্রুবের তপস্যার বিবরণ তাঁহাকে জানান হইল। তিনি সস্নেহে কহিলেন—"যাও দেবগণ, কোনও চিন্তার কারণ নেই। ধ্রুবের তপস্যা সিদ্ধ হউক। যা কর্‌তে হয়, আমিই কর্‌ব। আমি সদাই ধ্রুবের কাছে রয়েছি। তার সাধনায় জগতের লোক এইমাত্র বুঝ্‌তে পারুক,—শিশুও যদি সকল ছেড়ে আমায় ডাকে—তার কোনও বিপদ হয় না; আমি তাকে রক্ষা করি। শিশুও যদি সাধনা করে—তারও সিদ্ধিলাভ হয়। যাও ইন্দ্র, তোমার কোন চিন্তা নেই। ধ্রুব দেবরাজ হ'তে চায় না। সে কি চায়, তা' তোমরা বুঝ্‌বে না। তার জন্য এক নূতন রাজ্য তৈয়ার কর্‌বার চিন্তা আমি কর্‌ছি। তা আমার বৈকুণ্ঠপুরী থেকেও শ্রেষ্ঠ হবে।"

প্রণাম করিয়া দেবগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

## এগার

ধ্রুব একমনে হরিকে ডাকে, আর ধীরে ধীরে দিন চলিয়া যায়। ঠাকুর বলিয়া গিয়াছেন—"হরি অবশ্য আসিবেন"; সুতরাং ধ্রুবের সন্দেহ ছিল না। অবশেষে একদিন সত্য সত্যই শ্রীহরি আসিয়া উপনীত হইলেন। বড় মধুর বচনে তিনি ডাকিলেন—"ধ্রুব!"

বালক চাহিয়া দেখিল, সূর্য্যের চেয়েও অনেক বেশী জ্যোতিঃ, কিন্তু বড় শীতল—এমন এক অপূর্ব্ব পুরুষ সম্মুখে দণ্ডায়মান। ধ্রুব আসনে বসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কে ঠাকুর?"

—"আমিই তোমার হরি—ধ্রুব!"

—"ঠাকুর ব'লে গেছেন, আমার হরির অন্য রূপ; তোমার ত তা' দেখ্‌ছি না ঠাকুর!"

—"ঠাকুর কে?"

—"আমার গুরুদেব—দেবর্ষি নারদ।"

—"তিনি কি ব'লে গেছেন ?"

—"তিনি ব'লেছেন—

—সবিত্রীমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী-
হারী হিরণ্ময়বপুঃ ধৃতশঙ্খচক্রঃ।"

ভগবান সেইরূপেই ধ্রুবকে দেখা দিলেন।

বালক যোড়হাতে কহিল—"ঠাকুর! যদি এসেছ আমার কাছে এস। আমি বালক, জানি না কি ক'রে কি বল্‌তে হয়, জানি না তোমার সঙ্গে কেমন ক'রে চল্‌তে হয়। তুমি আমায় ব'লে দাও; তা' না হ'লে গুরুদেবকে ডেকে আনি।"

—"তাঁকে ডাক্‌তে হবে না ধ্রুব। আমিই তোমার হরি। এই দেখ তোমার অভিলাষ পূর্ণ কর্‌ছি।"

এক পলকে ধ্রুব দেখিল—সূর্য্যমণ্ডলধ্যবর্ত্তী শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী এক জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি!

তিনি প্রফুল্ল পদ্মের উপর দণ্ডায়মান। কর্ণে কনকমকর কুণ্ডল, মাথায় কিরীট। অতি অপূর্ব্ব রূপ!

সেই অপূর্ব্ব রূপের জ্যোতিতে বন আলোকিত হইল, সূর্য্যের আলো মন্দ হইয়া গেল। তাঁহার জ্যোতিতে গাছে লতায় অগণিত ফুল ফুটিয়া উঠিল। এক মধুর গন্ধে দশদিক ভরিয়া গেল। বালক ধ্রুব পলকহীন চোখে সেই মূর্ত্তি দেখিল। সে কি বলিবে জানে না, কি চাহিবে জানে না। সে কেবল দেখিল,—দেখিয়াই সে আত্মহারা! ধ্রুব বসিয়া যোড়হাতে গাহিতে লাগিল—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে,
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো,
নিরাশ্রয়ং মাম্ জগদীশ রক্ষ॥"

আর সেই সময় দেবর্ষি নারদের মধুর বীণাধ্বনিও শুনা গেল। দেবর্ষি সেই শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বালক ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া লইলেন। ধ্রুবের

দেহ স্পর্শ করিয়া আনন্দে দেবর্ষি কহিলেন—"আঃ! ধন্য হলেম।"

বালক কহিল—"গুরুদেব, শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি কেমন, আমি দেখ্‌তে চাই। কোথায় তিনি থাকেন? কোথায় সেই পদ্মপলাশলোচন নীলমণিময় শ্রীকৃষ্ণ?"

ভক্তবিনোদ নারায়ণ ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিম ঠামে শ্রীমূর্ত্তিতে দাঁড়াইলেন। ধ্রুব দাঁড়াইয়া প্রাণ ভরিয়া সেই মূর্ত্তি দেখিল।

অবশেষে শিষ্যসহ দেবর্ষি ভূতলে জানু পাতিয়া বসিলেন; তার পর গাহিলেন—

"হরি বোল! হরি বোল! হরে কৃষ্ণ হরি বোল!
হরি বোল! হরি বোল! হরি বোল!"

## বার

ওদিকে রাজা উত্তানপাদের মনে একটা দারুণ অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে; ছোটরাণীর কথা ভাল

লাগে না, উত্তমকে ভাল লাগে না ; রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, রাজধানী—কিছুই ভাল লাগে না। রাজা দিনরাত কেবল ভাবেন—হায় কি করিলাম! অবহেলায় ছেলের প্রাণসংহার করিলাম! হয়ত কোনও বিজন বনে হিংস্র জন্তু তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে। নারদের কথা বিশ্বাস করিলাম কেন ? নারদ দেশে-বিদেশে ঘুরেন, তিনি ত আর তার কাছে থাকেন নাই! হায় হায়! কেন আমি তখনই গেলাম না—কেন বাছাকে ফিরাইয়া আনিলাম না ?

এইভাবে রাজা উত্তানপাদ দিনরাত্রি কেবলই ভাবেন, ধ্রুবের চিন্তা ছাড়া তাঁহার আর অন্য চিন্তা নাই—অন্য কার্য্য নাই।

ছোটরাণী রাজাকে সান্ত্বনা করিতে আসেন, রাজা তাঁহার দিকে রক্তিম চোখে চাহিয়া বলেন—"যাও রাণী—স'রে যাও ; তোমার নিঃশ্বাসে বিষ আছে। তুমি রাক্ষসী ; তুমি আমার ধ্রুবকে খেয়েছ।"

সুরুচির মনেও ক্রমে একটা কোমলতা আসিল।

তিনিও ভাবিতে লাগিলেন—কাজটা বড় অন্যায় হইয়াছে। তাঁহারও বুঝি একটু একটু কষ্ট হইতে লাগিল।

আর সুনীতি দেবী—তাঁহার কোনও দুঃখ নাই, বিষাদ নাই, চিন্তা নাই—কেবল বসিয়া বসিয়া ধ্রুবের কল্যাণ চিন্তা করেন। আমার ধ্রুব সুখে আছে, শান্তিতে আছে—সে তাহার হরিকে পাইবে! ইহাই তাঁহার একমাত্র চিন্তা।

উত্তানপাদ মনের অশান্তি সহিতে না পারিয়া রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিলেন। মন্ত্রিগণ সেই সুযোগে রাজ্য শাসন আরম্ভ করিলেন এবং আপন আপন পছন্দমত কার্য্য করিয়া রাজ্যে অশান্তি আনয়ন করিলেন।

রাজা সেদিকে চাহিলেন না—প্রাণের জ্বালায় তীর্থভ্রমণ করিতে গেলেন। সেখানেও শান্তি পাওয়া গেল না। মনে হু-হু করিয়া আগুন জ্বলে—কেবল সেই অসহায় শিশু ধ্রুবের মুখ মনে পড়ে; বিমাতার সেই তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বালকের সেই জলভরা করুণ

চক্ষু দুইটি মনে পড়ে। আর মনে পড়ে, সেই সময় নিজের অপদার্থতা। রাজা উত্তানপাদ পাগলের মত হইয়া উঠিলেন। রাজ্যে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। মন্ত্রিগণ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে লাগিলেন।

## তের

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধ্রুবকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—"বৎস ধ্রুব, এখন রাজ্যে ফিরে যাও। তোমার জন্য তোমার মাতা-পিতা বড় ব্যস্ত আছেন।"

বালক কহিল—"ঠাকুর, আমার মায়ের দুঃখ দূর কর। তিনি রাজরাণী হ'য়েও কুটীরে থাকেন। এত বড় দেশের অধীশ্বরী হ'য়েও মায়ের আমার ভিখারিণীর বেশ! এ দুঃখ যদি দূর কর ঠাকুর, তবে ঘরে যাব। তা' না হ'লে এখানেই জীবনের শেষ পর্য্যন্ত থাকৃব।"

—"যাও ধ্রুব, তোমার মায়ের দুঃখ কি?

তোমার মত পুত্র যাঁর—তাঁর কি দুঃখ থাকে? তোমার মা যদি এই সামান্য দুঃখ না পেতেন—তা' হ'লে তুমিও বিরাগী হ'তে না। লোক-শিক্ষাও হ'ত না। দেখ গিয়ে বৎস, তোমার মা রাজ-রাজেশ্বরীরূপে বিরাজ করছেন।"

—"আরও একটা কথা বলব ঠাকুর! আমি মাকে ব'লে এসেছিলাম—'মা, আমি হরির দেখা পাবই পাব। আমি তোমাকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ দেখাব।' চল ঠাকুর, আমার মাকে দেখা দিতে হবে।"

—"আচ্ছা বৎস, তুমি যাও—আমি মাকে দেখা দেব। তুমি আর কি চাও বল।"

—"ঠাকুর, আমি বিমাতার কটুকথায় মনে ব্যথা পেয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—'এই রাজ্যের চেয়ে বড় রাজ্যের রাজা হব।' আমার সেই প্রতিজ্ঞার কি হবে ঠাকুর? তার একটা ব্যবস্থা কর।"

—"বৎস ধ্রুব! সম্প্রতি এ সিংহাসনেই

তোমার অভিষেক করতে হবে। জগতে যত দিন থাক, এই রাজ্যে রাজত্ব কর; তার পর তোমার জন্য নূতন রাজ্য রচনা করব—যা এ বিশ্বে আর নেই। আমি চিন্তা ক'রে সে-রাজ্য প্রস্তুত করব।”

—“সে কোথায় ঠাকুর?”

—“তা' এখনও স্থির হয় নি বৎস! সেই অপূর্ব্ব রাজধানী বিশ্বকর্ম্মার ক্ষমতায় নির্ম্মিত হবে না, আমি স্বয়ং তা নির্ম্মাণ করব। আমার বৈকুণ্ঠধামের চেয়েও সে-স্থান অনেক ঊর্দ্ধে স্থাপিত হবে।”

## চৌদ্দ

রাজ্যে যখন বড় গণ্ডগোল, তখন একদিন এক পুরবাসী আসিয়া সংবাদ দিল,—কুমার ধ্রুব এক বুড়ার সঙ্গে আসিতেছেন।

উত্তানপাদ এই সংবাদ শুনিয়া অধীর হইয়া উঠিলেন; বলিলেন—“চল, সবাই চল,—আমার

ধ্রুবকে আন্‌তে চল। বিলম্ব ক'রো না—তা' হ'লে হয়ত সে অভিমান কর্‌বে।"

তখন লোক-লস্কর, সিপাই-শান্ত্রী, হাতী-ঘোড়া, চৌদোল সাজিতে লাগিল। ধ্রুব রাজ্যে আসিতেছে শুনিয়া পুরবাসী জনগণের কতই-না আনন্দ হইল।

ঘরে ঘরে শঙ্খধ্বনি হুলুধ্বনি আরম্ভ হইল। দুয়ারে দুয়ারে কলাগাছের সারি রোপণ করিয়া তাহাতে কত বিচিত্র ফুলের মালা ঝুলান হইল। নানারঙ্গের নিশানে আকাশ ছাইয়া গেল। বাদ্য-ধ্বনিতে দেশ মাতিয়া উঠিল।

দেবালয়ে ধ্রুবের মঙ্গলার্থ পূজা আরম্ভ হইয়া গেল। সিংহদ্বারে নহবতের মধুর গানে যেন দশ দিক আনন্দে ভরিয়া উঠিল। রাজপথে লোকজনের এক বিরাট শোভাযাত্রা প্রস্তুত হইয়া ধ্রুবকে আনিতে যাত্রা করিল।

ধ্রুব আসিতেছে। আগে আগে দেবর্ষি নারদ বীণাধ্বনি করিয়া হরিগুণ গান করিতে করিতে

চলিয়াছেন। তাঁহারই সঙ্গে বালক ধ্রুব নাচিতে নাচিতে গাহিয়া চলিয়াছে। নারদ গাহিতেছেন—

"একবার হরি হরি হরি ব'লে ডাক্‌রে আমার মন,
তাঁরে ডাক্‌লে অঙ্গ শীতল হবে জুড়াবে জীবন ॥
ডাক হরি বল ব'লে,
ভাস প্রেমাশ্রু-জলে,
বল, হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ॥
ডাক মন-প্রাণ খুলি,
ডাক আপনায় ভুলি,
ডাক, হরি হরি হরি ব'লে—ধন্য হবে ত্রিভুবন ॥
এসো কে আছ কোথায়,
বৃথা সময় বয়ে যায়,
ডাক, হরে কৃষ্ণ হরে রাম—রামকৃষ্ণ নারায়ণ।"

গাছে গাছে পাখী নীরব হইয়া সেই মধুর নামসুধা পান করিতে লাগিল। দেবর্ষির গান শুনিয়া নগরের নরনারী মুগ্ধ হইল। তখন আর কোনও বাধা রহিল না। সকলেই তাঁহার সঙ্গে সেই চিত্তহারী সঙ্গীতে যোগ দিল। ছেলে বুড়া নরনারীতে এক প্রকাণ্ড দল গঠিত হইয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিল।

রাজা, রাণী সুনীতি দেবী, রাণী সুরুচি, কুমার উত্তম, মন্ত্রী ও সেনাপতিবর্গ শোভাযাত্রা করিয়া ধ্রুবকে আনিতে যাইতেছিলেন। কিছু দূর গিয়াই দেখিলেন, এক বিরাট লোক-যাত্রা তাঁহাদের দিকে আসিতেছে। রাজা বিস্মিত হইলেন; কিন্তু কিছুক্ষণ মধ্যেই যখন বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার ধ্রুবকে লইয়া দেবর্ষি নারদ আসিতেছেন, তখন আর তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না।

রাজা উত্তানপাদ রথ হইতে নামিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া যাইয়া, ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ধ্রুব পিতার বুকে মুখ রাখিয়া কহিল—"বাবা, আমি হরির দেখা পেয়েছি। হরি আমাকে বড় কৃপা ক'রেছেন। এই আমার গুরুদেব দেবর্ষি নারদ। বাবা, বাবা, আমার মা কোথায়? কুটীর ত নাই।"

রাজার ততক্ষণ অন্য জ্ঞানই ছিল না। ধ্রুবের কথা শুনিয়া সকলে দেবর্ষির পায় লুটাইয়া পড়িল।

এদিকে সুনীতি দেবী ধ্রুবকে বুকে লইয়া

তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। সুরুচি লজ্জায় একটু দূরে দাঁড়াইয়াছিলেন। ধ্রুব মায়ের কোল হইতে নামিয়া বিমাতার চরণে প্রণাম করিল। সুরুচি যেন লজ্জায় মরিয়া গেলেন। ধ্রুব মুখ তুলিয়া কহিল—"মা, আমি এসেছি।"

সুরুচি আর থাকিতে পারিলেন না; তাড়াতাড়ি আকুল আগ্রহে সেই জটাধারী ধূলিমাখা বালক ধ্রুবকে বুকে তুলিয়া কাঁদিয়া কহিলেন—"বাপ ধ্রুব! তুই আমায় ক্ষমা কর্! আমি বড় পাপিনী। আমি তোর কোমল প্রাণে বড় ব্যথা দিয়েছি, বাপ! তুই ক্ষমা না কর্‌লে আমার উদ্ধার নেই। তোকে যে-সব কটুকথা বলেছিলাম, সে-সব ভুলে যা।"

ধ্রুব বিনয়ের সহিত কহিল—"মা, আপনার ঐ কটুকথা আমার পক্ষে ঔষধের কাজ ক'রেছে। তিক্ত ঔষধ অপ্রিয় হ'লেও বড় উপকারী; আপনার রুক্ষ ভৎর্সনাও আমার তেমনি উপকার ক'রেছে। মা, আপনি যদি আমায় মিষ্টি কথায় কোলে তুলে নিতেন, যদি উত্তমের সঙ্গে আমায় সিংহাসনে

বসিয়ে দিতেন, তা' হ'লে ত আমি হরিকে পেতাম না। মা, আপনি মায়ের কাজই ক'রেছেন।"

ধ্রুবের কথা শুনিয়া সুরুচির মনের দুঃখ দূর হইল। তিনি ধ্রুবের মুখ চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

## পনের

আজ রাজধানীতে কুমার ধ্রুবের অভিষেক। রাজার ইচ্ছা, রাণী সুরুচির ইচ্ছা, কুমার উত্তমের ইচ্ছা, সকল প্রজার আকাঙ্ক্ষা, ধ্রুব এ রাজ্যের রাজা হইবেন। সুতরাং এ কার্য্যে আর বিলম্ব করা চলে না।

ধ্রুবের অভিষেকের আয়োজন হইয়া গেল। রাজা মহাসমারোহে ধ্রুবকে সিংহাসনে বসাইলেন। সে সময় রাজ্যে যে কত ধূমধাম হইয়াছিল, তাহা বলা সহজ নহে। ছেলে বুড়া সকলেই কত আনন্দ করিল! গান, বাজনা, কত তামাসা ত ছিলই;

আর ছিল—খাওয়ার মহোৎসব। যে যত খাইতে পারে, তাহার চতুর্গুণ জিনিষ লইয়া হৈ-চৈ করিয়াছে।

ফল কথা এই যে—ধ্রুব যুবরাজ হইলেন। সেই উপলক্ষ্যে রাজ্যে খুব ধূমধাম হইল।

কুমার উত্তমের প্রকৃতি একটু অন্য ধরণের ছিল। যুদ্ধবিগ্রহ লইয়া থাকা, আর শিকার করিয়া বেড়ানই সে পছন্দ করিত।

একদিন কুমার উত্তম মৃগয়ায় গিয়াছিল। সেখানে কথায় কথায় এক যক্ষের সহিত তাহার ঝগড়া বাধিয়া গেল। যক্ষ বড় যোদ্ধা ছিল, তাহার আঘাতে কুমার উত্তমের জীবনলীলা শেষ হইয়া গেল।

এই সংবাদে রাজ্যে একটা হাহাকার উঠিল। উত্তমের মৃত্যুসংবাদে রাণী সুরুচি পাগলের মত হইয়া গেলেন। কেহই তাঁহাকে প্রবোধ দিতে পারিল না। তিনি একান্ত অধীর হইয়া সেই বনে ছুটিয়া গেলেন। গিয়া দেখেন—রৌদ্রতপ্ত ছিন্ন কমলকলির

মত কুমার উত্তম রক্তাক্তদেহে ধূলায় পড়িয়া আছে। রাণী সুরুচি হাহাকার করিয়া উত্তমের মৃতদেহ বুকে লইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। তাঁহার সেই মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না। তিনিও পুত্রের সহিত পরলোকে প্রস্থান করিলেন।

যুবরাজ ধ্রুব সসৈন্যে যক্ষকে আক্রমণ করিলেন। যক্ষ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।

তার পর রাণী ও কুমার উত্তমের দেহের সৎকার করা হইল। সেই চিতার উপর দুইটি সুন্দর সোনার মন্দির নির্ম্মিত হইল।

## ষোল

শোকে দুঃখে বৃদ্ধ রাজা উত্তানপাদ এখন সংসার ছাড়িতে চাহেন। এই সংসার তাঁহার কাছে আর ভাল লাগে না। বনে গিয়া হরিনাম করাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা হইল। সুতরাং রাজা পুত্রকে বিবাহ করাইতে ইচ্ছা করিলেন।

চারিদিকে দূত গেল। ধ্রুবের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া সকলেই সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিল। অবশেষে শিশুমার-কন্যা ভ্রমির সহিত মহাসমারোহে ধ্রুবের বিবাহ হইয়া গেল।

ভ্রমির সহিত বিবাহ হওয়ার পরেই ইলা-নাম্নী এক কন্যা লইয়া এক ব্যক্তি ধ্রুবকে কহিল—"মহারাজ! এই কন্যা আপনি বিবাহ করুন। আপনার জন্যই ইহাকে আনা হইয়াছে।"

মাতার আদেশে ধ্রুব ইলাকেও বিবাহ করিলেন।

কিছুদিন পরে রাজা উত্তানপাদ তপস্যা করিতে বনে চলিয়া গেলেন।

## সতের

রাজা হইয়া ধ্রুব পুত্রবৎ প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। রাজ্যে কোনও কষ্ট রহিল না। প্রজাদের শিক্ষা-দীক্ষার সুবন্দোবস্ত হইল। দেশে চোর-দস্যুর উপদ্রব রহিল না। জলাভাব, অর্থাভাব দূর হইল। গ্রামে গ্রামে শিক্ষা-মন্দির স্থাপিত

হইল। ঐ সকল মন্দিরের সহিত বিষ্ণু-মন্দিরও প্রতিষ্ঠিত হইল।

ধ্রুবের রাজ্য বিষ্ণুর রাজ্য বলিয়া ঘোষিত হইল। মহারাজ ধ্রুব তাঁহার প্রতিনিধি-রূপে রাজকার্য্য করেন। রাজ্যে প্রধান কার্য্যই হইল হরিগুণ-গান। রাজ্যের সর্ব্বত্রই কেবল হরিনাম-কীর্ত্তন—কেবল হরি বোল, হরি বোল! ধ্রুবের রাজ্যে পাপের অধিকার রহিল না। সকলেই বুঝিল, সাধনায় হরিকে পাওয়া যায়। আমাদের রাজা হরির দেখা পাইয়াছেন।

ধ্রুব-জননী সুনীতি দেবী বিষ্ণু-মন্দিরে বসিয়া কেবল হরিনাম করেন। তাঁহার আর আনন্দের সীমা নাই। ধ্রুব তাঁহাকে কৃষ্ণদর্শন করাইয়াছেন। রাণী এক মন্দিরে লক্ষ্মীনারায়ণ স্থাপন করিয়া প্রত্যহ নিয়মমত পূজা-অর্চ্চনা করেন। রাণী সুনীতি যখন করযোড়ে বলিতে থাকেন—"ফুল্লেন্দীবরকান্তি-মিন্দুবদনং বর্হাবতংসংশ্রিয়ং" তখন তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া ভক্তির গঙ্গা-যমুনাধারা বহিতে থাকে।

## আঠার

ছত্রিশ হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়া বৃদ্ধবয়সে রাজর্ষি ধ্রুব স্বর্গারোহণ করিলেন। তাঁহার জন্য স্বর্গ হইতে দেবরথ নামিয়া আসিল। সেই রথের সারথি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। রথের চারিদিকে ব্রহ্মাদি দেবগণ নিজ নিজ যানবাহনে থাকিয়া স্তবগানে নিযুক্ত। রথের আশে পাশে কত পারিজাত ফুলের মালা ঝুলান। কত দেববালা সেই রথের চারিদিকে চামর, ফুলমালা, নিশান হাতে ধ্রুবের অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের জ্যোতিতে আকাশপথ আলোকিত।

কল্প, বৎসর ও উৎপল নামক তিন পুত্র রাখিয়া—তাঁহাদিগকে হরিনামে দীক্ষিত করিয়া, রাজর্ষি ধ্রুব দেবরথে স্বর্গে চলিয়া গেলেন। প্রজা-গণ মাটিতে পড়িয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইল।

ধ্রুবের জন্য এক বিচিত্র পুরী নির্ম্মিত

হইয়াছে। ইন্দ্রের অমরাবতী, ব্রহ্মার ব্রহ্মলোক, মহাদেবের কৈলাসধাম—এমন কি, নারায়ণের বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও সে-স্থান অধিক মনোহর। সে-স্থানের চারিদিকে অনবরত ওঙ্কারধ্বনি উঠিতেছে। চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহাদির জ্যোতিঃ সেখানে পৌঁছিতে পারে না। সে-স্থান স্বয়ং জ্যোতিঃপূর্ণ। জ্যোতিঃ অতি পবিত্র, নির্ম্মল ও শীতল!

এক অপূর্ব্ব সিংহাসনে ধ্রুবকে বসাইয়া দিয়া নারায়ণ কহিলেন—"ধ্রুব, তুমি রাজ্য চেয়েছিলে,—তোমায় রাজ্য দিলাম। এমন রাজ্য দিলাম, যার মত রাজ্য আর নেই। তোমার এস্থানের নাম হ'ল 'ধ্রুবলোক'। এর ঊর্দ্ধে আর স্থান নেই। তুমি এখানে চিরদিনের জন্য স্থির হ'য়ে থাক। আমি এখন চল্‌লাম।"

ধ্রুব কহিলেন—"ঠাকুর, এখানে আমি একাকী থাক্‌ব? আমাকে এ নির্ব্বাসনদণ্ড কেন?"

নারায়ণ হাসিয়া কহিলেন—"বৎস! ঐ দেখ, তোমার নিম্নে সপ্তর্ষি-মণ্ডল স্থাপন ক'রেছি। ঐ

সপ্তর্ষি-বেষ্টিত ধ্রুবলোক ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরেরও একান্ত লোভনীয়। ধ্রুবলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর স্থান আর হ'তে পারে না।"

ধ্রুব করযোড়ে কহিলেন—"ঠাকুর, আমি প্রার্থনা করি, এখানে তুমি চির-বিরাজিত হও। তুমি চিরদিন আমার সম্মুখে থাক। তোমাছাড়া আমি এক পলকও থাক্‌ব না।"

—"তথাস্তু বৎস! আমি ধ্রুবলোকে চিরদিন থাক্‌ব। আমাশূন্য স্থান আছে বৎস?"

মহর্ষি মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ ও অত্রি—এই সাতজন সপ্তলোকে বসিয়া চিরতপস্যায় নিযুক্ত। সেই সকল স্থানও স্বর্গ অপেক্ষা অধিকতর মনোরম। সেই সপ্তর্ষি-মণ্ডলের শীর্ষে ধ্রুবলোকে রাজর্ষি ধ্রুব আসীন। সেখানে নারায়ণের পূর্ণ অধিষ্ঠান। ধ্রুবলোকের নিম্নে অনিবার সুদর্শন চক্র ঘুরিতেছে। উজ্জ্বল নক্ষত্র-রূপিণী মহারাণী সুনীতি দেবী নিয়ত পুত্রের শিরে মঙ্গল আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছেন।

আজিও ধ্রুব-নক্ষত্র ও সপ্তর্ষি-মণ্ডল আমরা দেখিয়া থাকি। সকল নক্ষত্রই সচল, কিন্তু ধ্রুব-নক্ষত্র চির-নিশ্চল। আজিও মহাসমুদ্রে নাবিকগণ পথ হারাইলে ধ্রুব-নক্ষত্র দেখিয়া দিক্ নির্ণয় করিয়া থাকে। যাহারা সংসার-সমুদ্রেও সুপথ চিনিতে পারে না, তাহারা মহাত্মা ধ্রুবকে অনুসরণ করিলে এই ভবসাগর পার হইতে পারেন। উত্তরদিকের শেষ সীমায় সকলের ঊর্দ্ধদেশে রাজর্ষি ধ্রুবের পুণ্যলোক প্রতিষ্ঠিত। সেই স্থান এত ঊর্দ্ধে যে, সমগ্র পৃথিবীর সকল স্থান হইতে তাহা একই স্থানে দেখা যায়। আজিও সেইখানে থাকিয়া মহারাজ ধ্রুব বাল্যকালের হরিসাধনার ফল ভোগ করিতেছেন।

এসো ভাই ভক্তগণ! আজি এই মধুর প্রভাতে রাজর্ষি ধ্রুবকে স্মরণ করিয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করি। এসো, সকলে ভক্তবিনোদন শ্রীহরিকে মনপ্রাণ খুলিয়া ডাকি—তাঁহার করুণা ভিক্ষা করি। নারায়ণ আমাদের চিত্তরঞ্জন করিবেন;

তিনি সকলকেই দয়া করেন। এসো জগৎবাসিগণ! আমরা ভক্তিভরে গান করি—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে,
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো,
নিরাশ্রয়ং মাম্ জগদীশ রক্ষ॥"

—নমো নারায়ণায়—